জঙ্গিরা দানবে পরিণত হলো!
পুলিশ গোয়েন্দারা জানলো না!!
এটা কি বিশ্বাসযোগ্য!!!
অনুসন্ধানে দেখা যায়, পুলিশ-গোয়েন্দা-জঙ্গি-সšÍাসী... মিলেমিশে একাকার!
চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, পকেটমার, চাঁদাবাজ, মা ান, খুনি, জঙ্গি...

GB mšÍvmx ivB cwj‡ki tmvm

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদন

নিজের পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে তথ্য জানা এবং সেটা পুলিশ বা গোয়েন্দাদের কাছে যিনি পৌঁছে দেন, সাধারণ অর্থে তাকে বলা হয় সোর্স বা ইনফর্মার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নানাভাবে সোর্সদের কাজে লাগিয়ে থাকে। নানা রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন সোর্সকে দক্ষ করে তোলা হয়। সোর্সের দক্ষতা এবং সততার ওপর নির্ভর করে পুলিশ-গোয়েন্দাদের সাফল্য। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য প্রায় সব দেশের ক্ষেত্রে একথা বলা যায়।

বাংলাদেশের পুলিশ-গোয়েন্দাদের সাফল্য নিয়ে কথা বলতে গেলে নিশ্চয় তারা লজ্জা পাবেন। আমরা তাদের লজ্জা দিতে চাই না। সুতরাং সেই আলোচনায়ও যেতে চাইছি না।

বাংলাদেশে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বিস্তার হঠাৎ করে হয়েছে- এ কথা পাগলেরও বিশ্বাস করার কথা নয়। কিন্তু বিস্ময়কর

সোর্সরা নিয়মিত থানায় যাতায়াত করে। এদের মধ্যেই থাকে সেই সব অপরাধী, যাদের পুলিশ বছরের পর বছর খুঁজে পায় না! আবার রাজনৈতিক প্রভাববলয়ে পরিবর্তন হলে বা সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়লে ঐ সোর্সের কোমরে দড়ি পরাতেও দ্বিধা নেই পুলিশের। এ যেন এক ইঁদুর-বিড়াল খেলা, যেখানে দুই পক্ষই পরস্পরের সঙ্গে কাজ করছে চূড়ান্ত অবিশ্বাস নিয়ে

পুলিশ অবৈধ অস্ত্র রাখে সোর্সের কাছে। প্রয়োজনমতো ঐ অস্ত্র 'উদ্ধার' করা হয়, কখনো 'অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী' আটক হয়। গত বছর সেপ্টেম্বরে মতিঝিলে রহমত নামের এক যুবক খুন হয়। থানার ওসি নাসিরকে মোবাইলে বলে, 'নাসির, তোমার এলাকায় একটা খুন হয়েছে। ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। তোমার ওপর আসতে পারে। তুমি ওই খুনিরে ধরে এনে দাও'

হলো, বিষয়টি নাকি আমাদের পুলিশ বা গোয়েন্দারা জানতেন না বা বুঝতে পারেননি। এই অবিশ্বাস্য কথাও আমাদের বিশ্বাস করতে হচ্ছে!

বাংলাদেশের পুলিশ যে জঙ্গি-সন্ত্রাসী অপরাধীদের খবর রাখে না, সেটা একেবারেই ঠিক না। এদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক সবচেয়ে মধুর। সত্য কথা হলো, এসব চোর, পকেটমার, ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ, মাস্তান, জঙ্গি সন্ত্রাসীরাই পুলিশের সোর্স। বাংলাদেশে পুলিশ বা গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষিত দক্ষ যোগ্য সৎ কোনো সোর্স নেই। দেখা যায়, ৩০ হত্যা মামলার আসামি থানায় অবাধে যাতায়াত করছে। ওসির রুমে বসে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা। যাকে ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করা পুলিশের দায়িত্ব, সেই যখন পুলিশ-গোয়েন্দাদের সোর্স, তখন একটি বাহিনীর করুণ অবস্থা সহজেই বোঝা যায়।

'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'র তত্ত্ব থেকেই এই সোর্স গড়ে উঠেছে কি না তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে পুলিশ, ডিবি, এসবি, র‍্যাব, এনএসআই এমনকি ডিজিএফআইর সোর্সরা অনেক ক্ষেত্রেই আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার চেয়েও ক্ষমতাবান হয়ে থাকে। এসব সোর্সই প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করে অনেক সময় নিরীহ মানুষকে ফাঁসিয়ে দেয়। এরা খুনি, সন্ত্রাসী, ধর্ষক, ডাকাত থেকে শুরু করে চোর, ছিনতাইকারী, মাস্তান পর্যন্ত। অনেক সময় প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসী বা অপরাধীকে তুলে

সোর্স কাহিনী

যেকোনো সংবাদ পড়তে কিংবা দেখতে (বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলের প্রতিযোগিতামূলক খবর দেখাও আজকাল বড় ধরনের বিনোদন!) গেলেই 'সূত্র জানায়' শব্দটা আমাদের নজরে আসে। বাংলা ভাষায় 'সূত্র' বলতে অনেক সময় জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞান কিংবা রসায়নের কিছু স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারস্যাপার সামনে চলে এলেও 'সোর্স' বললে সবাই বুঝে যান জিনিসটা কী। সাংবাদিক, পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থা এমনকি দূতাবাসগুলো ভিন্ন ভিন্ন ফর্মে এই সোর্সদের লালনপালন করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত একজন আইজির ভাষায়, সোর্স পুলিশকে উপরে তুলতে পারে আবার মাটিতেও ধপাস করে নামিয়ে দিতে পারে। যাই হোক, কিছু সোর্স কাহিনী উল্লেখ করা যাক-

এক. সিআইএ কিংবা কেজিবি এ পর্যন্ত সোর্সদের পেছনে যতো টাকা খরচ করেছে তা দিয়ে পুরো আফ্রিকার দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। সিআইএ শুধু সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নকে ভাঙার জন্য বছরের পর বছর ধরে খরচ করেছিল কয়েকশ' বিলিয়ন ডলার।

দুই. পুলিশ, র‍্যাব, আর্মিতে যারা চাকরি করেন তাদের বদলি হতে হয়। সোর্সরা সাধারণত বদলি হন না। একই এলাকায় থেকে বছরের পর বছর সোর্সগিরি করে থাকেন। পুলিশের ভাষায় এ দেশে সাধারণত সন্ত্রাসী গোছের মানুষরাই ভালো সাজতে গিয়ে সোর্স হয়ে থাকেন। গত ১০ বছরে প্রায় ১১৯ জনের মতো সোর্সকে খুন হতে হয়েছে। একদা চাঞ্চল্যকর রহমান ও দুলাল- এই জোড়া হত্যাকান্ডের অন্যতম নায়ক জাসদের রমরমা সময়ের ক্যাডার শাহেন শাহ জেল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের সোর্স হয়ে বেশ ভালোই ছিলেন। কিন্তু তলে তলে ঠিকই এলাকার আধিপত্য, জমি দখল কিংবা মাদকের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শাহেন শাহও বাঁচতে পারেননি। প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রতিপক্ষের হাতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শাহেন শাহর এক সহোদর এখন ঠিক একই কাজ করে যাচ্ছেন।

তিন. সোর্সদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের গডফাদার অর্থাৎ তাদের যারা পালে, তাদের সঙ্গেই সংঘাত বেধে যায়। ডিবির সোর্স ছিল এক সময় সবচেয়ে স্ট্রং। সোনা, ডলার, নিষিদ্ধ ওষুধ পাচার, চোরাচালান, হুন্ডি- এসবের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সোর্স ছিল ইদ্রিস আর জালাল। জালালের সঙ্গে একবার সোনা চোরাচালান ও হুন্ডির টাকা নিয়ে ডিবির একটি টিমের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পরিণাম হয় ভয়াবহ। জালালকে মেরে পানির ট্যাঙ্কির মধ্যে ফেলে রাখা হয়। এ ঘটনা সবাই জানে।

এছাড়া অবৈধ কাজ করতে ব্যর্থ হলেও কেউ কেউ সোর্স বনে যায়। গত আওয়ামী লীগ আমলে নিজের করা চোরাচালান প্রক্রিয়ায় বিমানবন্দরের সবগুলো ঘাট বন্ধ হয়ে গেলে মুরগি মিলন নিজেই ছোটখাটো চোরাচালান পার্টিগুলোকে ধরিয়ে দিতে শুরু করে। পরিণামে নিজেই একদিন খুন হয়ে যায়।

চার. সোর্সরা মাঝে মাঝে অমানবিক কান্ডও করে থাকেন। দাগি আসামিদের ধরতে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এসি আকরাম। সেই এসি আকরামের টিমের সদস্যরা মেরে ফেলেছিল মেধাবী ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে। সেই সদস্যরা বিশ্বাস করেছিল রুবেল ছোটখাটো মাপের সন্ত্রাসী এবং নেশাখোর যুবক। সুতরাং তার ওপর নির্যাতন একটু বেশি মাত্রায়ই হয়েছিল।

রুবেলের ব্যাপারে এসি আকরামকে সবচেয়ে বেশি খবরাখবর যিনি পাচার করেছিলেন, তিনি 'মুকুলি বেগম'। তার প্রতিহিংসামূলক খবরের কারণেই শামীম রেজা রুবেলকে মরতে হয়েছিল। এসি আকরাম ও মুকুলি বেগম দুজনকেই টানতে হয়েছে জেলের ঘানি।

পাঁচ. আবার কেউ কেউ নিছক ভাগ্যের কারণেই পুলিশের সোর্স বনে যায়। এক ভ্যানওয়ালা একদিন মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় একটি ফ্রিজ বহন করে নেবার কাজ পায়। নির্দিষ্ট বাসায় ফ্রিজটি তুলে দিতে গিয়ে সে দেখতে পায় ড্রয়িংরুমে পড়ে আছে অস্ত্র ও বুলেট। সে কয়েক দিন অপেক্ষার পর পুলিশে খবর দেয়। এরপর পুলিশ তাকে নিয়ে সাত দিন ঐ এলাকায় গোপন পাহারা বসায়। অতঃপর একদিন সফল হয়। ঐ ভ্যানওয়ালার কারণেই পুলিশ ধরতে পারে শীর্ষ সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামকে।

আহসান কবির

দিচ্ছে পুলিশের হাতে। আবার অনেক সময় নিজেরাই শিকার হচ্ছে প্রতিপক্ষের আক্রমণের কিংবা খোদ পুলিশের।

পুলিশের সোর্সের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে। সরকারিভাবে অনুমোদিত সোর্স মানির চেয়ে বরং অপরাধজগতের বিভিন্ন বড় অঙ্কের টাকার খেলায় সোর্সরা একাধারে দাবিদার ও ভাগীদার হয়েছে। বড় ধরনের অপরাধী চক্র বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে পুলিশের গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকে। আর এই টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে অনেক সময় বিরোধ সৃষ্টি হয় পুলিশের সঙ্গে। পরিণতিতে সোর্সের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। যেহেতু একজন চিহ্নিত অপরাধী ও সন্ত্রাসী, সেহেতু আইনি ব্যবস্থার আওতায় আনতে পুলিশকে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। আবার সরকারিভাবে 'সোর্স মানি' যেটা থাকে সেটাও সোর্সদের দেয়া হয় না। চলে যায় নিজেদের পকেটে।

টাকার পাশাপাশি সোর্সরা বিভিন্ন অভিযানে আটককৃত অবৈধ মালামালেরও ভাগ পায়। এ ক্ষেত্রে অস্ত্র হলো সবচেয়ে লোভনীয়। পুলিশ অবৈধ অস্ত্র রাখে সোর্সের কাছে। প্রয়োজনমতো ঐ অস্ত্র 'উদ্ধার' করা হয়, কখনো 'অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী' আটক হয়। গত বছর সেপ্টেম্বরে মতিঝিলে রহমত নামের এক যুবক খুন হয়। থানার ওসি নাসিরকে মোবাইলে বলে, 'নাসির, তোমার এলাকায় একটা খুন হয়েছে। ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। তোমার ওপর আসতে পারে। তুমি ওই খুনিরে ধরে এনে দাও।' এর দুই দিন পর গালকাটা রাসেলকে ধরিয়ে দেয় নাসির। মতিঝিল থানার ওসি খুনিকে তিন দিনের মাথায় গ্রেপ্তার করার কৃতিত্ব দেখিয়ে ২০০৬ সালে পুলিশ সপ্তাহে বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য পদক পান। অথচ এই গালকাটা রাসেলও পুলিশের সোর্স। নিজের প্রয়োজনে পুলিশ এই সোর্সকে বিসর্জন দেয়, আরেকজনকে গ্রহণ করে। এখানে নাসিরকে আরেক সোর্স হিসেবে নিয়েছে পুলিশ। তার আবার মাদক ও পরিবহনের ব্যবসা আছে। ফলে পুলিশের বিশেষ আশ্রয় তার প্রয়োজন। এভাবেই সখ্য গড়ে উঠছে পুলিশ ও সন্ত্রাসীর, সোর্সের অন্তরালে।

সোর্সরা নিয়মিত থানায় যাতায়াত করে। এদের মধ্যেই থাকে সেই সব অপরাধী, যাদের পুলিশ বছরের পর বছর খুঁজে পায় না! আবার রাজনৈতিক প্রভাববলয়ে পরিবর্তন হলে বা সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়লে ঐ সোর্সের কোমরে দড়ি পরাতেও দ্বিধা নেই পুলিশের। এ যেন এক ইঁদুর-বিড়াল খেলা, যেখানে দুই পক্ষই পরস্পরের সঙ্গে কাজ করছে চূড়ান্ত অবিশ্বাস নিয়ে।

পুলিশ-গোয়েন্দাদের উচিত একটি বিষয় সামনে এলে সেটা তদন্ত করে দেখা। তদন্তে সঠিক প্রমাণিত হলে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু এ কাজটি করতে তারা খুব একটা উৎসাহী হয় না। হয়তো তাদের উৎসাহী হওয়ার সুযোগও থাকে না। সানি সাক্ষাৎকারে প্রতিমন্ত্রীর কথা বলেছে। আমরা জানি সানির বিষয়টি তদন্তের ক্ষমতা পুলিশের নেই। এমন অনেক কিছুই হয়তো সীমাবদ্ধতার কারণে করা যায় না। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে আবার অনেক কিছু করাও যায়। যেমন করছে র‍্যাব। শত প্রতিকূলতার মাঝেও অনেক ভালো কাজ তারা করছে। আমাদের পুলিশ-গোয়েন্দাদের এর থেকে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে জঙ্গিবাদের বিস্তারে সোর্সের বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে। জঙ্গিদের বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় একের পর এক খবরাখবর এলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের প্রায়শই খুঁজে পায় না। এখানে একদিকে সরকারের রাজনৈতিক প্রশ্রয় তো আছেই, এরই সঙ্গে আছে সোর্সের কর্মকান্ড। জঙ্গিদের চিহ্নিত করতে তাদের থেকেই যে সোর্স নেয়া হয়নি, সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এসব সোর্সই যে সময় সময় জঙ্গিদেরকে আগেভাগে সতর্ক করে দিয়ে বিভিন্ন লোক দেখানো অভিযান পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে, সে সম্ভাবনাও আজ উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

পাশাপাশি, সম্প্রতি শায়খ রহমান ও বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হওয়ার পর জঙ্গি সোর্সদের বিষয়টি জোরালো হয়ে উঠেছে। র‍্যাবের অভিযানে সোর্স যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা খোদ র‍্যাব কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশে যতগুলো বাহিনী আছে, তার মধ্যে র‍্যাবের সোর্স সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। র‍্যাব সন্ত্রাসী ধরার জন্য সন্ত্রাসীদের সোর্স হিসেবে ব্যবহার করছে না। নিজেরা নিজেদের লোকের সমন্বয়ে একটি আলাদা ইউনিট করেছে। র‍্যাব এর সাফল্যও পাচ্ছে।

বাংলাদেশের পুলিশ গোয়েন্দারা যদি সঠিকভাবে কাজ করতে চায়, সরকার যদি তাদের দিয়ে কাজ করাতে চায়, তাহলে প্রয়োজন আমূল সংস্কার।

তবে সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ত্বরিত যে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন সেটা হলো নিজস্ব সোর্স বাহিনী গঠন। নিজস্ব পেশাদার সোর্স থাকলে কাজের গতি বাড়বে। কমবে পুলিশ-গোয়েন্দা বাহিনীর অপরাধ প্রবণতা।

ক্ষেত্র বিশেষে দু-একটি হয়ত হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সোর্স সন্ত্রাসীরা হতে পারে না। আর যাই হোক, অপরাধী সন্ত্রাসীদের ওপর আস্থা রাখা যায় না।

আমাদের পুলিশ গোয়েন্দারা কাজের চেয়ে অকাজের পেছনে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে। নিজেদের যোগ্যতার অভাবে একটি বিষয় নিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে নামে। কূল-কিনারা পায় না। সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত সংখ্যায় প্রকাশিত জঙ্গি আতাউর রহমান সানির সাক্ষাৎকার নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীতে মহা তোলপাড় লক্ষ্য করা গেছে। সাক্ষাৎকার কীভাবে নেয়া হলো, তাদের সব চিন্তা সেটা নিয়ে। কিন্তু সানি সাক্ষাৎকারে যা বলেছে সেটা সত্য না মিথ্যা তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

পুলিশ-গোয়েন্দাদের উচিত একটি বিষয় সামনে এলে সেটা তদন্ত করে দেখা। তদন্তে সঠিক প্রমাণিত হলে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। কিন্তু এ কাজটি করতে তারা খুব একটা উৎসাহী হয় না। হয়তো তাদের উৎসাহী হওয়ার সুযোগও থাকে না। সানি সাক্ষাৎকারে প্রতিমন্ত্রীর কথা বলেছে। আমরা জানি সানির বিষয়টি তদন্তের ক্ষমতা পুলিশের নেই। এমন অনেক কিছুই হয়তো সীমাবদ্ধতার কারণে করা যায় না। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে আবার অনেক কিছু করাও যায়। যেমন করছে র‍্যাব। শত প্রতিকূলতার মাঝেও অনেক ভালো কাজ তারা করছে। আমাদের পুলিশ-গোয়েন্দাদের এর থেকে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন।